০১-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অশরীরী হওয়ার ড্রিল হল নম্বর ওয়ান ড্রিল, যার দ্বারা বায়ুমন্ডলে নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায়, বাবার ডাইরেকশন হল - এই ড্রিলের অভ্যাস করো"

প্রশ্নঃ- দুনিয়ার অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্যে থেকে একরস এবং খুশীর অনুভব কে করতে পারে ?

উত্তর :- যে কোনো রকম বাধা বিঘ্নের পরোয়া করেনা। তোমাদের শত্রু তো অনেক, বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, কলঙ্কিত করবে, অপশব্দ বলবে - কিন্তু মনে রাখবে যে কলঙ্ক লাগলে তবেই তোমরা কলঙ্গীধর অর্থাৎ মুকুটে ময়ূরের পাখা ধারণ করবে। বলা হয় কৃষ্ণ চতুর্থী-র চন্দ্রমা দেখেছিলেন তাই তিনি কলঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন বাচ্চারা তোমাদের অনেক কলঙ্ক লাগে। শেষ সময়ে তোমরা বলবে - হে ভারতবাসী, দেখো তোমরা অনেক কলঙ্ক লাগিয়েছ আর আমরা এখন কলঙ্গীধরে পরিণত হয়েছি।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদেরকে শিববাবার আদেশ। শিববাবা বলেন আমি ড্রিল টিচার, তাইনা। বলেন অশরীরী ভব। বাচ্চারা, স্ব-ধর্মে স্থিত হও। মন্মনাভব, মামেকম্ স্মরণ করো। এই কথা তো জানো যে বর্তমান সময়ে ধর্মের গ্লানি হচ্ছে। গীতায় আছে - যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাৎমানং সৃজম্যহম্ ..... এই শ্লোক জন্ম জন্মান্তর আমরা গেয়ে এসেছি। যবে থেকে ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয়েছে গীতা পাঠ করা হয়েছে। শিববাবার পূজা অর্চনা করা হয়েছে। সেই শিববাবা এখন বলছেন মামেকম্ স্মরণ করো। তোমাদের উপরে আবার মায়ার ছায়া পড়েছে। এখন আমি এসেছি মায়াকে পরাজিত করতে, তাই - "মন্মনাভব", কারণ তোমাদের ফিরতে হবে আমার পরম ধামে। যদি কৃষ্ণ থাকত তাহলে বলা হত - মধ্যাজি ভব। কৃষ্ণকে কৃষ্ণ পুরীতে স্মরণ করো। জ্ঞান দাতা কৃষ্ণ নয়। উনি হলেন শিব। শিবের-ই পূজো হয় , ওঁনাকেই পরমাত্মা বলা হয়। সুতরাং আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সেখানে যেতে হবে, তাই বাবা ড্রিল শেখান। এটি হল এক নম্বর ড্রিল - মন্মনাভব, অশরীরী ভব। তোমরা সব ব্রাহ্মণ ওঁনাকে স্মরণ করবে, যদি কোনো শূদ্র এইখানে অন্য কিছু চিন্তা করবে তো সে বায়ুমন্ডল খারাপ করবে। একমাত্র ওঁনাকে যদি সবাই স্মরণ করে তাহলে নিস্তব্ধতা ছেয়ে যাবে। যেমন কারো মৃত্যু হলে চারিপাশ নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আত্মার অশরীরী হওয়ার প্রভাব পড়ে। তাই এখন বাবা বলেন - তোমাদের সব আত্মাদের ফেরত নিয়ে যাব। কাল কেবল একজন আত্মাকে নিয়ে যায়। আমি তো কালের কাল । আমি সবাইকে নিতে এসেছি। এবং আমি আসি সাধারণ ব্রহ্মা দেহে। আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ চৈতন্য স্বরূপ। আমি গীতা শুনিয়েছি। দেখো, তোমাদের মাথায় এখন কলস রাখা হয়েছে তাইনা। কৃষ্ণের গোপীকাদের মাথায়ও কলস দেখানো হয়। বলা হয় কৃষ্ণ কলস ভেঙেছেন। এবারে সে কলস কিসের ? তোমাদের মাথায় যে বিকারের কলস থাকে, সেইটি ভেঙে জ্ঞান অমৃতের কলস প্রদান করেন। বাকি সত্যযুগে এইসব থোড়াই হয়েছে। গোপীকা হলে তোমরা। গোপী বল্লভের গোপীকাদের মাথায় যে বিষের কলস ছিল - সেসব ভেঙে জ্ঞান অমৃতের কলস রাখা হয়েছে। তাই এর জন্যে বুদ্ধি খুব ভালো থাকা চাই তবেই ধারণা হবে। গোপীকাদের বল্লভ (বাপ) হলেন শিববাবা। কৃষ্ণকে বল্লভ বলা যাবেনা। লেখা আছে গোপীকাদের নিয়ে পালিয়েছেন। এবারে বাবা কি নিয়ে পালাবেন। এইরকম তো নিয়ম নেই। বাবা বোঝান যখন কোনো মহাত্মা বলবেন শিবোহম্ বলো তখন বলবে যে একদিকে আপনি বলেন মহাত্মা অর্থাৎ মহান আত্মা তাহলে নিজেকে পরমাত্মা বা শিবোহম্ কেন বলেন ? মহান আত্মা তো পবিত্র

আত্মা হয়। এই রহস্যটি বোঝাতে হবে। একেই জ্ঞানের ধর্ম যুদ্ধ বলা হয়। তাদের কাছে আছে শাস্ত্রের মতামত আর তোমাদের কাছে আছে শ্রীমৎ। বাবা বলেন – আমি তখনই আসি যখন রাজ যোগ শেখাতে হয়। ভারতের উপরেই সম্পূর্ণ খেলা। হিরো-হিরোইনের পার্ট ভারতবাসীদের দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে বন্দে মাতরম এই মাতাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়। কংগ্রেসীরা ভূমিকে মাতরম্ বলে। ভূমি তো হল তত্ব। তাকে কি আর মাতা বলা যায়। এই ধরণীতে বসবাসকারী হলে তোমরা মাতারা। তোমাদের বন্দে মাতরম বলা হয়। তারা ভূমিকে বন্দে মাতরম বলে, অর্থাৎ এ হয়ে গেল ভূত পূজো। এখন তোমরা বাচ্চারা যোগবলের দ্বারা নিজের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। সবাই পরিশ্রম করতে থাকে – পবিত্র হয়ে বাদশাহী প্রাপ্ত করার জন্যে। যে দিকে সাক্ষাৎ সর্ব সমর্থ সর্বশক্তিমান উপস্থিত আছেন, বিজয় তাদেরই নিশ্চিত। পরমাত্মার মহিমা একেবারেই আলাদা। তিনি এসে ড্রিল শেখান যে মামেকম স্মরণ করো। অন্য সবাই তোমাদের দুঃখ প্রদান করে। সবাই শত্রু রূপে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এইসব কোনো নতুন কথা নয়। আমাদের এই দুনিয়ার কোনো রকম পরোয়া নেই । কৃষ্ণের জন্যে বলা হয় – চতুর্থীর চন্দ্রমা দর্শন করেছিল তাই এত কটু কথা শুনতে হয়েছে । যাদের কলঙ্কিত করা হয় তারা-ই আবার কলঙ্গীধর অর্থাৎ ময়ূর পঙ্খ মুকুটধারী হবে। শেষ সময়ে বলবে – আরে ভারতবাসী, তোমরা আমাদের কত কটু কথা বলেছ ! দেখো, আমরা এই স্বরূপে পরিণত হই, রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। যুদ্ধের ময়দানে অনেক সহ্য করতে হয়। তাই যিনি রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন তার কাছে সমর্পণ করতে হয়। এইসব শিববাবা বোঝাচ্ছেন। এই দাদা (ব্রহ্মাবাবা) নিজেকে ভগবান ভাবেননা, তাই শিববাবা বলেন – বাচ্চারা, এ হল তোমাদের কল্প-কল্পের পার্ট। তোমরাও বলবে যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন বাবা আসেন। এখন বাবা এসেছেন এবং আমরা বাবার কাছে বর্সা নিচ্ছি। নিমন্ত্রণ পত্রে লৌকিক পিতার হদের বর্সা ও পারলৌকিক পিতার বর্সার পয়েন্ট খুব ভালো লেখা আছে। বেহদের পিতার কাছে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মী নারায়ণকে বেহদের বর্সা কে দিয়েছেন ? বাবা দিয়েছেন। তো এইসব হল বোঝার বিষয় । আমাদের এই কষ্ট সহ্য করার পার্টও আছে। ২১ জন্মের জন্যে বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। তারজন্য পরিশ্রম তো করতে হয়। গায়ন আছে সান শোজ ফাদার, স্টুডেন্ট শোজ টিচার। এখন হল তোমাদের রিয়াল পার্ট। তোমরা বোঝাতে পারো তিনি হলেন আমাদের বাবা, টিচার, সদগুরু। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ রচয়িতা। সকল জীবাত্মার পিতা। ওঁনাকে সর্বব্যাপী কিভাবে বলা হবে! বাবা তো উপরে অবস্থান করেন তাই তো দুঃখে সবাই ওঁনাকেই স্মরণ করে। তিনি তখন আসেন যখন ধর্মের গ্লানি হয়। বাবা বলেন আমাদের জন্মভূমি ভারতের বাসিন্দা যখন দুঃখী হয় তখন আমায় আসতে হয়। পরমাত্মার জন্মভূমি হল ভারত। এই শব্দটি কারো মুখ থেকে কখনোই বের হবে না । যদি সবাই পরমাত্মা হয় তাহলে সবার জন্মভূমি ভারত হবে। বাবা বলেন সব প্রিসেপ্টর-দের আমি মুক্তি ধামে নিয়ে যাই। যখন তারা জানতে পারে যে আমাদের মুক্তি দাতা হলেন বাবা, তিনি ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন তখন ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থানে পরিণত হয়। যদি তারা জেনেও যায় তবুও আসবে কিভাবে ! সবাই তো ভারতে আসতে পারবেনা। এত অন্ন নেই ভারতে। এই কথা শুনে তোমরা খুব খুশি হবে অহো, আমাদের বাবা, যিনি গুরুদেরও মুক্তি দেন ওঁনার জন্ম ভারতে হয় ! নলেজ দ্বারা চিনতে পারবে, আর কি দেখবে! ব্রাহ্মণের দেহে যখন কারো আত্মার আগমন হয় তখন তার গলার স্বরে চেনা যায় তাইনা। না বললে চিনবে কিভাবে ? কথা বললে জানতে পারবে – ঠিক, এ হল অমুক আত্মা। শিববাবাও যখন নলেজ প্রদান করেন তখনই তো জানা যায় শিববাবা বলছেন। জ্ঞান ইনি তো দিতে পারেন না। এইসব বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারবেনা।

কখনো কখনো কেউ বলে – আমরা শিববাবার সঙ্গে কথা বলি, কিন্তু তাঁকে চিনব কিভাবে ? বুঝতেও পারা যাবেনা। বুদ্ধি দ্বারা বোঝা উচিত যে এই নলেজ বাবা ছাড়া কেউ দিতে পারেনা। দেখো, কোথায় কোথায় কন্যারা বাবার সাথে দেখা না হওয়ায় কষ্ট পাচ্ছে – শিববাবার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নিশ্চয়ই ওঁনার শক্তি আছে যে আকৃষ্ট হয়, টান উৎপন্ন হয়। তখন তাদের শ্বেত বস্ত্র ধারী স্বরূপের সাক্ষাৎকার করানো হয়। তাই বাবা কখনো আমাদের বস্ত্র পরিবর্তন করতে দেন না। ওঁনার নলেজ দ্বারা জানা যায়। অনেকের বিভিন্ন ধরনের সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু তাতে লাভটা কি ? তোমাদের প্রয়োজন নলেজ । এই নলেজ অন্য কেউ দিতে পারেনা। অতএব এইসব হল গুপ্ত পার্ট। বলা হয় – আমি আত্মার রূপ ধারণ করে এর মধ্যে প্রবেশ করি। তো এই এত নলেজ বাবা–ই প্রদান করেন। আমরা কি কিছু জানতাম ! বাবা দেখো কত কামাল করেন ! বলেন – আমায় নিজের উত্তরাধিকারী করো। আমি তোমাদের এত সেবা করব যে তোমাদের সন্তানও এত কখনো করতে পারবেনা। আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে রাজ্য–ভাগ্য প্রদান করব। তবুও যদি উত্তরাধিকারী না কর তাহলে বলা হবে ভাগ্য। তোমরা কন্যারা জানো – আমরা শিববাবার কাছে বর্সা নিতে এখানে এসেছি। শিববাবাকে এবং বৈকুণ্ঠকে তোমরা ছাড়া দিব্য দৃষ্টি দ্বারা কেউ দেখতে পারেনা। জ্ঞান তো খুব ক্লিয়ার প্রাপ্ত কর তাইনা। আমাদের বাবা রাজ যোগ শেখাচ্ছেন। সর্বোচ্চ বর্সা হল বৈকুণ্ঠের বাদশাহী। তাও পড়াশোনা করে প্রাপ্ত হয়। অন্য কেউ রাজ যোগ শেখাতে পারেনা। আমরা নর থেকে নারায়ণে পরিণত হই। এই রাজ যোগ শেখানো হয় অন্ত সময়ে তবেই তো সত্যযুগে রাজা রানী হবে। মিসাইলের যুদ্ধ বিখ্যাত। গীতা দ্বারা দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। সেই সময়ে অন্য ধর্ম ছিলনা। সেসব কোথায় যায় ? বিনাশ হয়। খুব সহজ কথা। ট্রেনে তোমরা বাচ্চারা অনেক সার্ভিস করতে পারো তবু প্রজা তো তৈরি হয়েই যাবে। গাড়ির কম্পার্টমেন্ট তোমাদের প্রজা হয়ে যাবে। বসে শুনলে তাদের খুব ভালো লাগবে। লিটারেচার হাতে থাকা উচিত। সাথে প্রিয় শ্রী কৃষ্ণও থাকা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :–

১) ২১ জন্মের জন্য ভাগ্য নির্মাণ করতে শিববাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী করতে হবে। প্রতিটি কর্ম দ্বারা পিতা, শিক্ষক, সদগুরু – তিনটি রূপের শো করতে হবে।

২) ক্লিয়ার জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে – তাই সাক্ষাৎকারের আশা রাখবেনা। সাক্ষাৎ সর্ব সমর্থ পিতা আমাদের সঙ্গে আছেন – তাই বাধা বিঘ্ন দেখে ঘাবড়াবেনা।

বরদান :– অলৌকিক স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা অলৌকিক কর্ম সম্পাদনকারী সদা সমর্থ আত্মা ভব

ব্যাখা: ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ অলৌকিক, হীরে তুল্য অমূল্য জীবন। এই অলৌকিক জীবনের স্মৃতি দ্বারা বা অলৌকিক স্বরূপে স্থিত থাকলে সাধারণ চলন, সাধারণ কর্ম হতে পারেনা। যা কর্ম করবে সেসব অলৌকিক–ই হবে কারণ যেমন স্মৃতি তেমন স্থিতি হয়। স্মৃতিতে যেন থাকে একমাত্র বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ। তাহলেই বাবার স্মৃতি সদা সমর্থ করে দেবে ফলে প্রতিটি কর্মও শ্রেষ্ঠ, অলৌকিক হবে।

স্লোগান - স্ব-উন্নতির যথার্থ চশমা পরে নাও তাহলে সকলের বিশেষত্ব দেখতে পাবে।

মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য

"সৃষ্টির আদি কেমন হবে"

অনেক মানুষ এই প্রশ্ন করে যে পরমাত্মা সৃষ্টির রচনা কিভাবে করেছেন ? আদি কালে কোন্ মানুষের রচনা করেছিলেন এখন তার নাম রূপ বুঝতে চাইছে। এইবার এই সম্বন্ধে তাদের বোঝান হয় যে পরমাত্মা সৃষ্টির আদি করেছেন ব্রহ্মা দেহের দ্বারা, প্রথম মানুষ ব্রহ্মাকে রচনা করেন। সুতরাং যিনি পরমাত্মা স্বয়ং সৃষ্টির আদি করেছেন তিনি অবশ্যই এই সৃষ্টিতে নিজের পার্ট প্লে করেছেন। এবার পরমাত্মা কিভাবে পার্ট প্লে করেছেন ? প্রথমে তো পরমাত্মা সৃষ্টির রচনা করেছেন, তাতেও সর্ব প্রথম ব্রহ্মাকে রচনা করেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মার হল পবিত্র আত্মা, সেই আত্মা গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছে, সেই দেহের আধারে দেবী দেবতাদের সৃষ্টির স্থাপনা করেছেন। সুতরাং দৈবী সৃষ্টির রচনা ব্রহ্মা দেহের আধারে করেছেন, অতএব দেবী দেবতাদের আদি পিতা হলেন ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মা তিনি শ্রীকৃষ্ণ হন সেই শ্রীকৃষ্ণের শেষ জন্ম হল ব্রহ্মা দেহে জন্ম। এইভাবেই সৃষ্টির নিয়ম চলছে। এখন সেই আত্মা সুখের পার্ট পূর্ণ করে দুঃখের পার্টে আসে তো রজো তমো অবস্থা পার করে শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হয়। তাহলে আমরা হলাম ব্রহ্মাবংশী ও শিব বংশী প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এবার ব্রহ্মা বংশী তাদের বলা হয় - যারা ব্রহ্মার দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করে পবিত্র হয় ফলে এই কথাটি প্রমাণিত হয় যে এই সৃষ্টির আদি পিতা হলেন ব্রহ্মা বাবা। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।